দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

বিষয়: দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভাগ ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ মহানগর/জেলা ও শ্রেষ্ঠ উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি নির্বাচনের নীতিমালা।

দুর্নীতি দমন কমিশন দেশব্যাপি দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) গঠন করেছে। গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি দেশের অধিকাংশ এলাকায় পর্যায়ক্রমে স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সততা সংঘ (Integrity Unit) গঠন করেছে এবং ধারাবাহিকভাবে দেশের প্রতিটি এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও সততা সংঘ (Integrity Unit) গঠনের কার্যক্রম চলমান রাখছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ ও গণসচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে দেশব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। কমিটিসমূহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

তাই কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে অসামান্য ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিটি বিভাগে ১ টি "শ্রেষ্ঠ মহানগর/জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি" এবং প্রতিটি বিভাগের অন্তর্ভূক্ত উপজেলাসমূহের মধ্যে ০৩ টি "শ্রেষ্ঠ উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি" (১ম, ২য় ও ৩য় স্থান) নির্বাচনের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা জারি করছে:

০১। প্রতিটি মহানগর, জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিকে প্রতি মাসে নির্ধারিত কর্মসূচির মধ্যে কমপক্ষে দুইটি অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

০২। প্রতি বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দুপ্রক কর্তৃক মাসওয়ারী যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার স্থির চিত্র, ডকুমেন্টারি ও স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ চিত্র থাকতে হবে। উল্লেখ্য, আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা ও অতিথিবৃন্দের নাম পদবীসহ সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র সরবরাহ ও প্রদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।

০৩। দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ (প্রতি বছরের ২৬ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল) উপলক্ষে দেশব্যাপি মহানগর, জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের পরিসংখ্যান যেমন: মতবিনিময় সভা, র‍্যালি, মানববন্ধন, আলোচনা সভা, সেমিনার, কর্মশালা, পথসভা, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গণসচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক দুর্নীতি বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গণসচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক দুর্নীতি বিরোধী ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শনের বিস্তারিত বিবরণ প্রদর্শন করতে হবে। আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা ও অতিথিবৃন্দের নাম, পদবী ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট স্থির চিত্র, ভিডিও এবং স্থানীয়/জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদসমূহের কাটিং ও ছবি থাকতে হবে।

০৪। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে দুপ্রক কর্তৃক আয়োজিতব্য অনুষ্ঠানমালা যেমন : র‍্যালি, মানববন্ধন, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির বিবরণ, স্থির চিত্র, ভিডিও, লোকাল পত্রিকার কাভারেজসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করতে হবে। আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা ও অতিথিবৃন্দের নাম, পদবী ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি প্রদর্শন ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

০৫। সততা সংঘের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতি বছরের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, দুর্নীতি বিরোধী উপস্থিত বক্তৃতা, দুর্নীতি বিরোধী শ্লোগান, দুর্নীতি

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিরোধী শ্লোগানসহ পোস্টার, মঞ্চ নাটক, পথ নাটক, ইত্যাদির মাস ভিত্তিক পরিসংখ্যান অবশ্যই থাকতে হবে। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত পর্যবেক্ষক, মডারেটর, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, শিল্পীদের নাম, পদবী উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট স্থির চিত্র, ভিডিও এবং স্থানীয়/জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদসমূহের কাটিং ও ছবি থাকতে হবে।

০৬। দ্রুততার সাথে সততা সংঘ গঠনের কাজ সম্পন্ন করণ এবং সততা সংঘকে সক্রিয় রাখার বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার আলোকে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় গঠিত সততা সংঘের সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান প্রস্তুত রাখতে হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে স্ব স্ব কর্ম এলাকার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সততা সংঘ (Integrity Unit) গঠন ও একে সক্রিয় রাখার বিষয়টি শ্রেষ্ঠ দুপ্রক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

০৭। পরবর্তী বছরে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি কর্তৃক কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হবে তা মাসভিত্তিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে, ব্যতিক্রমধর্মী, আধুনিক ও সৃষ্টিশীল কার্যক্রমে যেসব জেলা/উপজেলা দুপ্রক বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে সেসব জেলা/উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) কে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

০৮। সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সদস্যগণের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ, মামলা, শাস্তি ইত্যাদি সর্ম্পকে কোন তথ্য পাওয়া গেলে তা পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

০৯। কমিশন কর্তৃক ০৭টি বিভাগের ০৭ টি শ্রেষ্ঠ মহানগর/জেলা জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং ০৭ (সাত) টি বিভাগের প্রতিটি বিভাগ হতে ০৩ (তিন) টি (১ম, ২য় ও ৩য় স্থান) করে শ্রেষ্ঠ উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি নির্বাচিত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ বাছাই কমিটি গঠন করতে হবে:

শ্রেষ্ঠ মহানগর/জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির বাছাই কমিটি:

(ক) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার- আহবায়ক

(খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালক- সদস্য সচিব

(গ) সংশ্লিষ্ট সজেকার উপপরিচালক- সদস্য

(ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা শিক্ষা অফিসার/সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)-এর প্রতিনিধি/টি.আই.বি-এর জেলা প্রতিনিধি- সদস্য

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার প্রয়োজন মনে করলে বাছাই কমিটিতে একজন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

১০। শ্রেষ্ঠ কমিটি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে আহ্বায়কের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১১। অনুচ্ছেদ ০৯ অনুসারে গঠিত বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন মহানগর, জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি কর্তৃক সারা বছরের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য প্রামাণ্য বিষয়াদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করবেন এবং উপরোল্লিখিত নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই বাছাই করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ০৭ (সাত) টি বিভাগের ০৭ (সাত) টি শ্রেষ্ঠ মহানগর/ জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং ০৭ (সাত) টি বিভাগের প্রতিটি বিভাগ হতে ০৩ (তিন) টি (১ম, ২য় ও ৩য় স্থান) করে শ্রেষ্ঠ উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির বিষয়ে সুপারিশ করে চূড়ান্ত নির্বাচনের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

১২। এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

(মোঃ বদিউজ্জামান)
চেয়ারম্যান